বচনের বিরোধীতা

প্র. বচনের বিরোধীতা বলতে কী বোঝো? বচনের বিরোধীতার যে স্বরূপ ও কী কী বৈশিষ্ট্য সহ আলোচনা কর।

উ:- B.A - 2nd Semester
দর্শন PHILOSOPHY (G)

(1)

বচনের বিরোধীতা :—

যখন দুটি নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ এক কিন্তু তাদের গুণ কিংবা পরিমাণ কিংবা গুণ ও পরিমাণ উভয়েই পৃথক হয়, তখন তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় বচনের বিরোধীতা বা বচনের বিরুদ্ধতা, যেমন —

(A) সকল মানুষ হয় মরনশীল

(E) কোনো মানুষ নয় মরনশীল।

এক্ষেত্রে, সামান্য বচন দুটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক, কিন্তু গুণ পৃথক তাই এক্ষেত্রে বচন দুটির মধ্যে বিরোধীতার সম্পর্ক বর্তমান।

বৈশিষ্ট্য :—

উক্ত চার প্রকার নিরপেক্ষ বচন বিশ্লেষণ করলে বচনের বিরোধীতার যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেগুলি হল :—

প্রথমত,

বচনের বিরোধীতায় উভয় বচন নিরপেক্ষ বচন হয়।

দ্বিতীয়ত,
উভয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হয়।

তৃতীয়ত,
উভয় বচন গুণগত দিক থেকে কিংবা পরিমাণগত দিক থেকে কিংবা গুণ ও পরিমাণগত দিক থেকে পৃথক হয়।

চতুর্থত,
বচন দুটির একটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে অপরটির সত্যতা কিংবা মিথ্যাত্ব অনুমান করা হয়।

বচনের বিরোধীতার প্রকার :—
বচনের এই বিরোধীতা চার প্রকার,
(i) বিপরীত বিরোধীতা,
(ii) অধীন বিপরীত বিরোধীতা,
(iii) বিরুদ্ধ বিরোধীতা,
(iv) অসম বিরোধীতা,

(i) বিপরীত বিরোধীতা :—
যদি দুটি সামান্য বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের গুণ পৃথক হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় ~~সম্বন্ধ~~ বিপরীত বিরোধীতা।
একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট A এবং E বচনের মধ্যে এই সম্বন্ধ বর্তমান, যেমন—
(A) সকল মানুষ হয় মরণশীল
(E) কোনো মানুষ নয় মরণশীল
* এক্ষেত্রে, বচন দুটি এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে তারা একই সাথে সত্য হতে পারে না; কিন্তু মিথ্যা হতে পারে।

(ii) অধীন বিপরীত বিরোধীতা :—
যদি দুটি বিশেষ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের গুণ পৃথক হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় অধীন বিপরীত বিরোধীতা,

একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট I এবং O বাক্যের মধ্যে এই সম্বন্ধ বর্তমান। যেমন —

(I) কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ।
(O) কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ।

এক্ষেত্রে, এরা দুটি এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে এরা একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না; কিন্তু সত্য হতে পারে।

(iii) বিরুদ্ধ-বিরোধিতা :—

যদি দুটি বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও পরিমাণের দিক থেকে পৃথক হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় বিরুদ্ধ-বিরোধিতা,

একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট A এবং O, E এবং I বাক্যের মধ্যে এই বিরোধিতা সম্বন্ধ বর্তমান, যেমন—

(a) (A) সকল মানুষ হয় মরণশীল
(O) কোনো কোনো মানুষ নয় মরণশীল,
(b) (E) কোনো সাধু নয় পাপী,
(I) কোনো কোনো সাধু হয় পাপী,

এক্ষেত্রে, এরা দুটি এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে এরা একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না এবং মিথ্যাও হতে পারে না,

(iv) অসম বিরোধিতা :—

যদি দুটি বাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় ও গুণ এক হওয়া সত্ত্বেও পরিমাণের দিক থেকে পৃথক হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় অসম বিরোধিতা,

একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট A এবং I, E এবং O বাক্যের মধ্যে এই বিরোধিতা সম্বন্ধ বর্তমান, যেমন—

(a) (A) সকল মানুষ হয় মরণশীল,
(I) কোনো কোনো মানুষ হয় মরণশীল,
(b) (E) কোনো সাধু নয় পাপী,
(O) কোনো কোনো সাধু নয় পাপী,

(৫)

অসম বিরোধীতার ক্ষেত্রে সামান্য বচনটি সত্য হলে বিশেষ বচনটি অনিবার্য ভাবে সত্য হয়, কিন্তু বিশেষ বচনটি সত্য হলে সামান্য বচনটি অনিশ্চিত হয়,

আবার এক্ষেত্রে বিশেষ বচনটি মিথ্যা হলে সামান্য বচনটি অনিবার্য ভাবে মিথ্যা হয়, কিন্তু সামান্য বচনটি মিথ্যা হলে বিশেষ বচনটি অনিশ্চিত হয়,

নিম্নে একটি চিত্রের দ্বারা বিরোধীতার নিয়মগুলি ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হল —

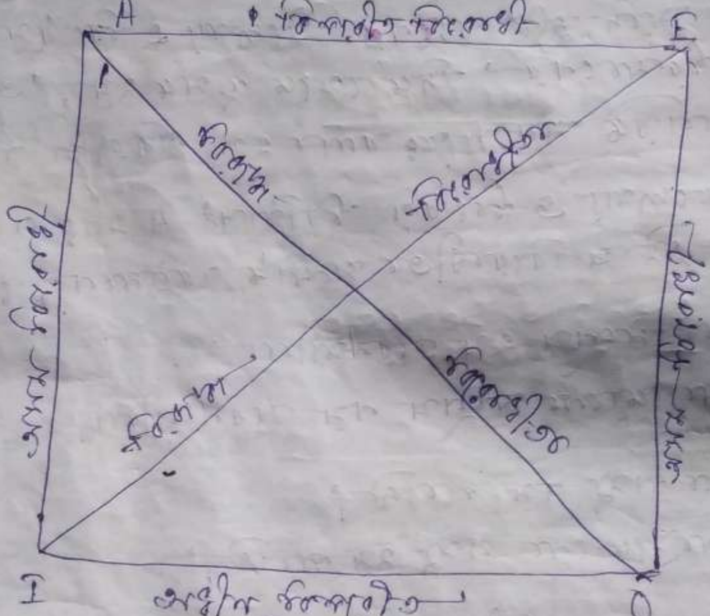

~~[illegible]~~

B. বিরোধানুমানের নিয়ম :—

বচন সমূহের মধ্যে বিরোধীতার ভিত্তিতে তার উপর বিরোধানুমানের উদ্ভব ঘটে, যেমন — ক)

(i) বিপরীত বিরোধানুমান

(ii) অধীন বিপরীত বিরোধানুমান

(iii) বিরুদ্ধ বিরোধানুমান

(iv) অসম বিরোধানুমান,

এই চার প্রকার বিরোধানুমানের স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলিকে একত্রে নিম্নরূপ ছকের মাধ্যমে দেখানো হল —

A	E	I	O
T	f	t	~~B~~ F
f	T	F	t
d	F	T	d
F	d	d	T

T = সত্য , F = মিথ্যা

d = অনিশ্চিত বা সংশয়যুক্ত

Q. বিরোধানুমান কাকে বলে?

→ বিরোধানুমান হল এক প্রকারের অমাধ্যম অনুমান, যেখানে একটি বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে তার সাথে বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ অপর একটি বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অনুমান করা হয়।